গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-০৩
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন রোড, রমনা, ঢাকা

স্মারক নং: ৫৭.২৫.০০০০.০০১.৩০.০০১.১৭ -২৯৬ তারিখ: ৩১.১২.২০১৮ খ্রি

বিষয়: স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচন প্রসঙ্গে।

সূত্র: টিএমএডি এর স্মারক নং: ৫৭.০০.০০০০.০৮৫.০৬.০৩০.১৮.৪৪১ তারিখ: ২৬.১২.২০১৮ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের আলোকে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য টিএমইডি এর নির্দেশনা রয়েছে।

এমতাবস্থায় সংযুক্ত পত্র মোতাবেক মহোদয়ের সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি ০৯ ফর্দ

৩১.১২.২০১৮

মো: সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক(প্রশাসন)
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর,ঢাকা
ফোন: ৪১০৩০১৬৩

বিতরণ:
১.অধ্যক্ষ,সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা/সরকারি আলিয়া মাদরাসা, সিলেট/সরকারি মোস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদরাসা,বগুড়া
২.জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) [তাঁর জেলার সকল মাদরাসায় অবহতি করণের অনুরোধসহ]
৩.অধ্যক্ষ/সুপার.....মাদরাসা,পো:.....উপজেলা.....জেলা.....
অনুলিপি:
১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব,কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়,ঢাকা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.২০.০০০০.০০১.০৩৬.০০১.২০১৭/১৬৬২ তারিখ: ২৭ কার্তিক ১৪২৫
১১ নভেম্বর ২০১৮

বিষয়: মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসায় (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি) স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন।

সূত্র:৩৭.২০.০০০০.০৭২.০৬.০৭৬.২২৭ তারিখ: ১৩ মে,২০১৫

সূত্র:৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০১.১৬.৭৩৭ তারিখ: ১৪ জানুয়ারি,২০১৬

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে,নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসায় (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি) স্টুডেন্টস কেবিনেট গঠনের লক্ষে ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

স্টুডেন্টস কেবিনেট এর উদ্দেশ্য:

(১) শিশুকাল থেকে গণতন্ত্রের চর্চা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া;
(২) অন্যের মতামতের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন;
(৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিখন শিখানো কার্যক্রমে শিক্ষকমন্ডলীকে সহায়তা করা;
(৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শতভাগ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি ও ঝরে পড়া (Dropout)রোধে সহযোগিতা করা ;
(৫) শিখন শিখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করা;
(৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকান্ডে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ও
(৭) ক্রীড়া,সংস্কৃতি ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

২। এ বিষয়ে ২২ মার্চ, ২০১৫ তারিখ জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ এবং স্মারকের আলোকে ২০১৫ সনে প্রথমবারের মতো পরীক্ষা মূলকভাবে প্রতি উপজেলা ও মহানগরে ৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সহশিক্ষা) এবং ১টি দাখিল মাদ্রাসায় স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৮ আগস্ট ২০১৫ তারিখ সারাদেশে একযোগে ১০৪৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ধারাবাহিক ভাবে ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৬ সালে ২২৮৮৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৮৩১১২ টি পদের বিপরীতে ৩২১৮৪৬ জন প্রতিদন্দী প্রার্থী ছিল এবং মোট ভোটার ছিল ৯৭৪৪৪৯৫ জন। ২০১৭ সালে ২২৯০৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৮৩২৭২ টি পদের বিপরীতে ২৭১২৯৯ জন প্রতিদন্দ্বী প্রার্থী ছিল এবং মোট ভোটার ছিল ১০৩৯৮৫৫১ জন। ছাত্রী ভোটার ছিল প্রায় ৫৩% । ২০১৮ স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচনে ২২৯৯৮ টি প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করে এবং ভোটার সংখ্যা ছিল ১০৪৪৭৭৮ জন তন্মোধে ছাত্রী ভোট ৫৩.৪২%। নির্বাচনে ২৯৮১৬৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫৪.৫% ছাত্রী মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী,সচিব ও উর্ধতন কর্মকর্তাগণ এবং ইলেকট্রনিংও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ এ সকল নির্বাচন প্রত্যক্ষ করেন। এ বিষয়ে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ শিক্ষা জগতে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। এ কাজের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে ব্যানবেইসের পক্ষ থেকে স্টুডেন্টস কেবিনেটের কার্যক্রম মনিটর করা হচ্ছে।

৩। ২০১৭ সালে স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে অভিবাবক, ম্যানেজিং কমিটি,প্রধান শিক্ষক, শিক্ষার্থী,সাংবাদিক, সুশীল সমাজ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কে নিয়ে বিভাগীয় শহরগুলোতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সহায়তায়'স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন-২০১৭' সংক্রান্ত দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

৪। ২০১৮ স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর গত ৩১ জুলাই ২০১৮ ঢাকায় দিনব্যাপী 'স্টুডেন্টস কেবিনেট বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা ২০১৮' অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি কর্মশালায় প্রধান অতিথি এবং জনাব মো:সোহরাব হোসাইন, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন । কর্মশালায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্ম সচিবসহ আমন্ত্রিত কর্মকর্তাগণ, সংস্থা ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসা'র এসএমসি এর সদস্যবৃন্দ,শিক্ষক মন্ডলী ও স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন ২০১৮ এর নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ ও সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিসহ শিক্ষাক্ষেত্রে অভিজ্ঞ আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত ছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীদের

ডকেট নং- ৪০০৫ তারিখ...
সহ-সচিব (মাদরাসা-১)
-সচিব (মাদরাসা-২)
উপ-সচিব (মাদরাসা)

াসরি ভোটে নির্বাচিত স্টুডেন্টস কেবিনেট এর ইতিবাচক গঠনমূলক সৃজনশীল সফল কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে শিক্ষার্থীদের আরো দায়িত্বশীল ও পাঠ মনোযোগী করার নিমিত্ত স্টুডেন্টস কেবিনেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে কর্মশালায় মত প্রকাশ করা হয়।

৫। উক্ত কর্মশালায় সকলের আলোচনা, মতামত ও পরামর্শ অনুসারে চলমান স্টুডেন্টস কেবিনেট কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং ২০১৯ অথবা ২০২০ সন হতে কারিগরি বিদ্যালয়, স্কুল এন্ড কলেজ (যে প্রতিষ্ঠানে শুধু দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত আছে) এবং আলিম মাদ্রাসা (যে মাদ্রাসায় শুধু আলিম পর্যন্ত আছে) -এ স্টুডেন্টস কেবিনেট কার্যক্রম শুরু করার জন্য সুপারিশ করা হয় (কর্মশালার কার্যবিবরণী সংযুক্ত)।

৬। এমতাবস্থায় ২০১৯ সালে ২৬ জানুয়ারি শনিবার স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচনের দিন ধার্য করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে (খসড়া কর্মপরিকল্পনা ও তফসিল সংযুক্ত)। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রসার পাশাপাশি ২০১৯ অথবা ২০২০ সন হতে কারিগরি বিদ্যালয়, স্কুল এন্ড কলেজ (যে প্রতিষ্ঠানে শুধু দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত আছে)ও আলিম মাদ্রাসা (যে মাদ্রাসায় শুধু আলিম পর্যন্ত আছে) স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন আয়োজন করা যেতে পারে।

৭। সদয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

প্রফেসর মোহাম্মদ শামছুল হুদা
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্‌রাসার স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন ২০১৯

কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	বিষয়	সময়সীমা	দায়িত্ব
(১)	অন লাইনে মাঠ পর্যায়ে ম্যানুয়াল ও প্রয়োজনীয় পত্র প্রেরণ	১ জানুয়ারি ২০১৯ মঙ্গলবার	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস
(২)	বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা নির্বাচন করে তালিকা প্রেরণ	০৬ জানুয়ারি ২০১৯ রবিবার	জেলা শিক্ষা অফিস ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার
(৩)	প্রতিষ্ঠান প্রধান ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিগণকে অবহিতকরণ	০৭ জানুয়ারি ২০১৯ সোমবার	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার
(৪)	প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ম্যানেজিং কমিটি, শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্র ছাত্রীদের অবহিতকরণ	০৯ জানুয়ারি ২০১৯ বুধবার	প্রতিষ্ঠান প্রধান
(৫)	নির্বাচন কমিশন নিয়োগ	১০জানুয়ারি ২০১৯ বৃহস্পতিবার	প্রতিষ্ঠান প্রধান
(৬)	ভোটার তালিকা প্রকাশ ও নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা	১২ জানুয়ারি ২০১৯ শনিবার	প্রতিষ্ঠান প্রধান ও নির্বাচন কমিশন
(৭)	নির্বাচন	২৬ জানুয়ারি ২০১৯ শনিবার	প্রতিষ্ঠান প্রধান ও নির্বাচন কমিশন
(৮)	অন লাইনে নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ব্যানবেইস এ প্রেরণ	২৬ জানুয়ারি ২০১৯ শনিবার	প্রতিষ্ঠান প্রধান ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার

মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসায় স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন ২০১৯

তফসিল

ক্রমিক	বিষয়	সময়সীমা	দায়িত্ব
(১)	মনোনয়নপত্র আহবান	১৩ জানুয়ারি ২০১৯ রবিবার	নির্বাচন কমিশন
(২)	মনোনয়নপত্র জমা	১৫ জানুয়ারি ২০১৯ মঙ্গলবার	নির্বাচন কমিশন
(৩)	মনোনয়নপত্র বাছাই ও বৈধ প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ	১৬ জানুয়ারি ২০১৯ ,বুধবার	নির্বাচন কমিশন
(৪)	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এবং চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ	১৭ জানুয়ারি ২০১৯ বৃহস্পতিবার	নির্বাচন কমিশন
(৫)	ভোট গ্রহণ (সকাল ৯.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত) ও ফলাফল প্রকাশ	২৬ জানুয়ারি ২০১৯ শনিবার	নির্বাচন কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো(ব্যানবেইস)
১ জহির রায়হান রোড (পলাশী-নীলক্ষেত) ঢাকা ১২০৫

স্টুডেন্টস কেবিনেট বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা ২০১৮ এর কার্যবিবরণী

৩১ জুলাই,২০১৮ মঙ্গলবার, বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় ব্যানবেইস সম্মেলন কক্ষে স্টুডেন্টস কেবিনেট বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব রওনক মাহমুদ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর মোঃ মাহাবুবুর রহমান। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ব্যানবেইস এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ্। কর্মশালায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্ম সচিবসহ আমন্ত্রিত কর্মকর্তাগণ, সংস্থা ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসা'র এসএমসি এর সদস্যবৃন্দ,শিক্ষক মন্ডলী ও স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন ২০১৮ এর নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ ও সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিসহ শিক্ষা ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

২। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন ২০১৮এর নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ কর্তৃক প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিসহ সভাপতি মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। অতপর মাননীয় প্রধান অতিথি মহোদয় বিভিন্ন জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে আগত স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন ২০১৮এর নির্বাচিত সদস্যবৃন্দকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন।

৩। **স্বাগত বক্তব্য :** কর্মশালায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন ব্যানবেইস এর ডিএলপি বিভাগের চীফ ড. একিউএম শফিউল আজম। তিনি বলেন স্টুডেন্টস কেবিনেট গঠনের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতন্ত্রের প্রতি মূল্যবোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা শিখন-শিখানো কার্যক্রমে শিক্ষকদের সহায়তা করার পাশাপাশি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। তিনি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় 'সোনার মানুষ' গড়ে তোলায় স্টুডেন্টস কেবিনেট এর ভূমিকার বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, নতুন প্রজন্মকে গণতান্ত্রিকতায় উজ্জীবিত করে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহমর্মীতাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৫ সালে সর্বপ্রথম স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর পূর্বে ২০১০ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্টুডেন্টস কাউন্সিল নামে কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৫ সালে প্রথম পর্যায়ে ১০৪৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্টুডেন্টস কেবিনেট প্রর্বতন করা হয়। সর্বশেষ ২০১৮ সালে ২২৬৪৪ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তিনি আরো বলেন, স্টুডেন্টস কেবিনেট বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হলো এই স্টুডেন্টস কেবিনেট এর সাফল্য গাথা বর্ণনা এবং এর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা।এবপর তিনি স্টুডেন্টস কেবিনেট বিষয়ক একটি উপস্থাপনা উপস্থাপন করেন। পরিশেষে স্টুডেন্টস কেবিনেট এর অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রত্যয় ব্যক্ত করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

৪। **স্টুডেন্টস কেবিনেট সদস্যদের বক্তব্য:** (১) নির্বাচিত স্টুডেন্টস কেবিনেট সদস্যের মধ্য হতে প্রথমেই বক্তব্য রাখে সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের স্টুডেন্টস কেবিনেট এর নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী পুনম প্রিয়াম ন্যায়না। পুনম বলে, তার বিদ্যালয়ে চলতি বছরের ২৭ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩১ শে জানুয়ারি বিজয়ীদের মাঝে দায়িত্ব বন্টন করা হয়। এরপর বিগত ছয়মাসে তার বিদ্যালয়ে সৌন্দর্য বর্ধন এর পাশাপাশি পরিবেশগত দিকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। স্টুডেন্টস কেবিনেট-এর জন্য নির্ধারিত অন্যান্য কার্যক্রমের সব কয়টিতে তারা উল্লেখযোগ্য আবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। আর এ কাজে প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকগণের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানায়।স্টুডেন্টস কেবিনেটকে বর্তমান সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য সফল উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করে সে আরো বলে স্টুডেন্টস কেবিনেট-এর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে এই প্রজন্ম আরো বৃহৎ পরিসরে আবদান রাখতে সক্ষম হবে।

(২) কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় হোয়ানক বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের স্টুডেন্টস কেবিনেট এ নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী মোঃ লোকমান হাকিম। স্টুডেন্টস কেবিনেট জাতীয় কর্মশালায় উপস্থিত সকলকে সালাম ও শ্রদ্ধা জানিয়ে জানিয়ে লোকমান তার বক্তব্যে স্টুডেন্টস কেবিনেট এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে। সে বলে একটি শিশু যেমন পরিবার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নীতিবান ও

আদর্শবান হয় উঠে, তেমনি স্টুডেন্টস কেবিনেট আদর্শ নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। এ শিক্ষা তাদের কর্মজীবনকে সমৃদ্ধ করে একটি আদর্শ জাতি গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্বাস তার। কেননা স্টুডেন্টস কেবিনেট অন্যের মতামত ও গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল হওয়ার শিক্ষা দেয়।

(৩) সিলেট জেলার বিয়ানী বাজার উপজেলার পঞ্চখন্ড হরগোবিন্দ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়,মুন্সিগঞ্জ জেলার ইন্দ্রাকপুর উচ্চ বিদ্যালয়,ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার হাতিখলা উচ্চ বিদ্যালয়,বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার তামাদিয়া দারুল উলুম মাধ্যমিক বিদ্যালয়,মানিকগঞ্জ জেলার চররাজ নগর দাখিল মাদ্রসা,খাসেরচর মোহাম্মাদীয়া আলিম মাদ্রাসা এবং ঢাকা মহানগরীর ভিকারুন্নেছা স্কুল এন্ড কলেজ,আজিমপুর গার্লস স্কুলএন্ড কলেজ, ধানমন্ডি গভ. বয়েজ হাই স্কুল,বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিদ্যালয় হতে আগত স্টুডেন্টস কেবিনেট সদস্যগণ বক্তব্য উপস্থাপন করে এবং স্টুডেন্টস কেবিনেট এর মাধ্যমে নিজেদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করে।

(৪) সবশেষে বক্তব্য রাখে, তৈয়াবা তাবাসুফ তিষা, তেজগাঁও উচ্চ বিদ্যালয় স্টুডেন্ট কেবিনেট এর আইসিটি'র দায়িত্বপাপ্ত সদস্য। তিষা আইসিটি বিষয়ে স্টুডেন্টস কেবিনেট এর দায়িত্ব এবং এ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ বিষয়ে আলোকপাত করে এবং স্টুডেন্টস কেবিনেট এর কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করে কলেজ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানায়।

৫। উন্মুক্ত আলোচনা : কর্মশালার উন্মুক্ত আলোচনাটি পরিচালনা করেন ব্যানবেইসের মহাপরিচালক জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ । তিনি সংক্ষিপ্তাকারে কেবিনেট এর প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে সকলকে স্বাগত ও ধন্যবাদ জানিয়ে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের অনুরোধ জানান।

(১) প্রথমেই মতামত দেন আনিসুর রহমান,অধ্যক্ষ, আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ। তার প্রতিষ্ঠানেটিতে কলেজ শাখা থাকায় এতে কোন স্টুডেন্টস কেবিনেট নাই। তিনি জানান, তার প্রতিষ্ঠানে বছরের বিভিন্ন সময়ে নানাধরনের শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। তাঁর প্রতিষ্ঠানে স্টুডেন্টস কেবিনেট না থাকায় তিনি এসব কার্যক্রমে গার্লস গাইড ও স্কাউটস এর ছাত্রীদের সম্পৃক্ত করেন। ভবিষ্যতে স্কুল কলেজগুলোতে অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে স্টুডেন্টস কেবিনেট গঠনের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আর্কষণ করেন। গভ: ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ-এর নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী সানোয়ার রহমান বলে, তার প্রতিষ্ঠানটি কলেজ পর্যন্ত সম্পসারিত থাকায় স্টুডেন্টস কেবিনেট গঠনের কোন সুযোগ নাই। স্টুডেন্টস কেবিনেট বিষয়ক জাতীয় কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে সে স্টুডেন্টস কেবিনেট এর সুফল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে। স্টুডেন্টস কেবিনেট নেতৃত্ব বিকাশের সোপান,যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলার প্লাটফর্ম। সুতারং এ সুযোগ কলেজ পড়ুয়াদের জন্য সৃষ্টি করা দরকার।সভাপতি মহোদয় তাকে আশ্বস্ত করে বলেন, স্টুডেন্টস কেবিনেটের তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মেধাবী শিক্ষার্থীরা কেবিনেট সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়ে থাকে।

(২) 'আমাদের সময়' প্রত্রিকার রিপোর্টার বলেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্টুডেন্টস কেবিনেট-কে ঘিরে অভিভাবকবৃন্দের মধ্যে যে অসুস্থ প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয়। বিষয়টি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করে তিনি এ সম্পর্কিত একটি লিখিত নির্দেশনা থাকা আবশ্যক বলে মত প্রকাশ করেন।

(৩) জনাব মো: লতিফুর রহমান, সহকারী শিক্ষক তামাদিয়া দারুল উলুম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উজিরপুর, বরিশাল কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণত্রের চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। তিনি শিক্ষার্থীদের এই চর্চাকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার পরামর্শ দেন। একই সাথে তিনি স্টুডেন্টস কেবিনেটে রাজনৈতিক প্রভাবের কুফল বিষয়ে দৃষ্টি আর্কষণ করেন।

(৪) জনাব জসিম উদ্দিন আহমেদ, প্রধান শিক্ষক, বাংলাদেশ ব্যাংক হাই স্কুল মতিঝিল, ঢাকা তাঁর সহকর্মী শিক্ষক লতিফুর রহমান এর বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেন স্টুডেন্টস কেবিনেট-এ অভিভাবকগণের সম্পৃক্ততার কোন সুযোগ নাই। তিনি আরো বলেন, স্টুডেন্ট কেবিনেট এর মুল লক্ষ্য হলো সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা, সহনশীলতা প্রদর্শন করা এবং গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। এক্ষেত্রে শিক্ষকগণ একটি মহৎ ভূমিকা পালন করে থাকেন। শিক্ষকবৃন্দ যদি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থাকেন তবে শিক্ষার্থীরাও এর প্রভাব মুক্ত থাকবে। সর্বোপরি শিক্ষকগণের পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। তিনি শিক্ষকগণকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থাকার পরামর্শ প্রদান করে শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে পরিচালনা করার আহবান জানান।

(৫)সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক জনাব দেলোয়ার হোসেন মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন, স্টুডেন্টস কেবিনেট বর্তমান সরকারের একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একদিকে নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সৌন্দর্য বর্ধন, বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করাসহ নানা কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিষয়ে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি অন্যের মতামতের প্রতি সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা শিখেছে।

(৬) ধানমন্ডি গভ: বয়েজ হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ রাখার জন্য সুপারিশ করেন। তবে সভাপতি মহোদয় কেবিনেট বাবদ বাজেট বরাদ্দ না রাখার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতন্ত্র চর্চার অনুশীলন করাই স্টুডেন্টস কেবিনেট এর মূল লক্ষ্য। বাজেট বরাদ্দ রাখা হলে স্টুডেন্টস কেবিনেট এর কার্যক্রম দাপ্তরিক কাজ হিসাবে গণ্য হবে, যা কোনভাবে কাম্য নয়।

৬। ডকুমেন্টারি প্রদর্শন: উন্মুক্ত আলোচনার পর স্টুডেন্টস কেবিনেট বিষয়ক একটি তথ্যভিত্তিক সচিত্র উপস্থাপনা (ভিডিও ডকুমেন্টারি) প্রদর্শন করেন ব্যানবেইসের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) জনাব হাবিবুর রহমান।

৭। অতিথি বৃন্দের বক্তব্য:(১) 'কেউ যদি ন্যায্য কথা বলেন তিনি যদি একজনও হন আমরা তার ন্যায্য কথা মেন নেব জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এর ৭ মার্চের ভাষণ থেকে বাক্যটি উদ্ধৃত করে কর্মশালার বিশেষ অতিথি ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. মাহবুবুর রহমান বলেন, এটাই হলো গণতন্ত্র। গণতন্ত্রের এই স্পিরিট নিয়ে ২০১৫ সাল থেকে স্কুল ও মাদ্রাসায় স্টুডেন্টস কেবিনেট এক অভাবনীয় যাত্রা শুরু করেছে। স্টুডেন্টস কেবিনেটের মূল বিষয় অর্থাৎ পরমতসহিষ্ণুতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, শিখন কার্যক্রমের মাধ্যমে অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করা ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সরকারের অনেকগুলো সাফল্যের মধ্যে স্টুডেন্টস কেবিনেট গঠন একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ উল্লেখ করে তিনি ২০১৭ সালে ফরিদপুরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলেন, নির্বাচনে কে জিতল কে হারল এটি শিক্ষার্থীদের মূল লক্ষ্য ছিল না বরং একটি চমৎকার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন সম্পন্ন করাই ছিল শিক্ষার্থীদের মূল উদ্দেশ্য।পরিশেষে তিনি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

(২) কর্মশালায় বিশেষ অতিথি এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব রওনক মাহমুদ স্টুডেন্টস কেবিনেটের এর নির্বাচিত তিন জন প্রতিনিধির বক্তব্যের রেশ ধরে বলেন যে, তাদের মধ্যে আমি আগামী বাংলাদেশকে দেখছি। তাদের মধ্যে আমি আগামী বাংলাদেশের কথা শুনছি। স্মৃতি রোমন্থর করে বলেন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র অবস্থায় মানপত্র পাঠ করতে গিয়ে তিনি অত্যন্ত নার্ভাস বোধ করেছিলেন, কিন্তু আজ স্টুডেন্টস কেবিনেটের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সামনে যে সাবলীল ভাষায় চমৎকার উপস্থাপনের মাধ্যেমে তাদের মতামত ব্যক্ত করলেন তাতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্মিত। সমস্ত আশংকা অমূলক উল্লেখ করে তিনি বলেন নেতৃত্বের গুণাবলী শৈশব কৈশোর থেকে তৈরি না হলে পরবর্তীতে বড় বড় দায়িত্ব পালন করা কঠিন হয়ে পড়ে। স্টুডেন্টস কেবিনেটের প্রতিনিধিবর্গ নি:সন্দেহে মেধাবী, আগামীতে কর্মক্ষেত্রে এবং দেশের উন্নয়নে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। কর্মশালায় তিনি নিম্নরূপ গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ তুলে ধরেন।

১. যে প্রার্থী একবার নির্বাচিত হবে সে আর দ্বিতীয়বার নির্বাচনের অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেনা। উদাহারণ হিসেবে ল্যাবরেটরির স্কুলের এক শিক্ষার্থীর মন্তব্যকে উল্লেখ করে বলেন, সেই শিক্ষার্থী আশংকা প্রকাশ করেছে যে, বার বার নির্বাচিত হলে শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি অহংবোধ সৃষ্টি হতে পারে এবং লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটতে পারে।

২. হাতে লেখা পোষ্টার ফেস্টুন ব্যবহার করা উত্তম। তিনি এ বিষেয়ে স্টুডেন্টস কেবিনেট এর পরিবেশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আর্কষণ করে বলেন, নির্বাচন পরবর্তীতে লিফলেটগুলো যেখানে সেখানে পড়ে থাকার কারণে পরিবেশ দূষিত হয়।

৩. প্রার্থীর প্রচার এবং পরিচয় পর্বটি ক্লাসরুমেই সীমাবদ্ধ থাকার ব্যাপারে তিনি মন্তব্য করেন। অন্যথায় এটি অভিভাবকদের মধ্যে নেতিবাচকভাবে সম্প্রসারিত হতে পারে বলে তিনি আশংকা প্রকাশ করেন। ১ কোটি শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে এবং শিক্ষার্থীদের পরিচালনায় কোন বিশৃঙ্খলা ছাড়াই সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হওয়ায় তিনি অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন এটিই গণতান্ত্রিক পন্থার বহি:প্রকাশ । তিনি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় এবং ব্যানবেইস এর মহাপরিচালক জনাব মো: ফসিউল্লাহ্‌কে সবার পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। শিক্ষার্থীরা গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রেখে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়বে এ আশাবাদ তিনি ব্যক্ত করেন।

(৩) কর্মশালার বিশেষ অতিথি এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন তার পূর্বের বক্তার সুপারিশগুলোকে সমর্থন করে বলেন, আমরা সুনাগরিক ও আর্দশ মানুষ সৃষ্টি করতে চাই, শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলের এটি দায়িত্ব। তিনি বলেন স্টুডেন্টস কেবিনেট রাজনীতির কোন বিষয় নয়,এটি একটি প্রতীকি নির্বাচন। কিভাবে নির্বাচন হয় এবং একটি কেবিনেট কিভাবে দেশ পরিচালনা করবে সেই ধারণাটি মাধ্যমিক পর্যায় থেকে প্রতিটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা যাতে তারা প্রস্তুত হতে পারে এবং ভবিষ্যতে নির্বাচনের জন্য একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। তিনি বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি অন্যতম উদ্যোগ স্টুডেন্টস কেবিনেট। আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামীর নায়ক। তাই এই কেবিনেটের মধ্যে দিয়ে গণতান্ত্রিক চর্চাই শুধু নয় বরং এটি তাদের মধ্যে বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও সমীচীনবোধ জাগিয়ে তোলে। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে যে দেশ স্বাধীন হয়েছে, যে দেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০৪১ সালের একটি উন্নত দেশ বিনির্মাণে শিক্ষার্থীদের

রা দেশের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে তৈরি করতে চাই। তিনি উল্লেখ করেন একটি উন্নত সভ্য দেশের মানুষ হতে হলে শুধু র্থনৈতিক বা তথ্য প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হলেই হয়না, সেই সাথে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ, সততা, দেশপ্রেম, সাংস্কৃতিক এবং মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করার মানসিকতা থাকতে হয়। আগামী প্রজন্ম যাতে তাদের কর্তব্যনিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা,সততার মধ্যে দিয়ে বিশ্বের দরবারে উন্নত, সভ্য দেশের নাগরিক হিসেবে মাথা উচুঁ করে দাড়াঁতে পারে সেই জন্য আজকের এত আয়োজন। স্টুডেন্টস কেবিনেট সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাবে। শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা অনেকদূর এগিয়েছি তবে বিশ্বমানে পৌছাঁতে আমাদের গতি বৃদ্ধি করতে হবে, এবং আমরা একদিন তা অর্জনে সক্ষম হব। তিনি আরো বলেন স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে বিদ্যালয়ের নানা কাজে সম্পৃক্ত হয়ে ছেলেমেয়েরা নিজেদের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিশ্বমানের নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ পাচ্ছে। তিনি আরো বলেন এ ধরনের কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে কলেজ ও বিশ্বদ্যিালয়েও চালু করা প্রয়োজন।যার ফলে শিক্ষার্থীরা নিজেদেরকে নানা কাজে বিকশিত করার সুযোগ পাবে। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্যশেষ করেন ।

৮। **প্রধান অতিথির বক্তব্যঃ** জাতীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম,পি মহান মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে 'সোনার বাংলা' গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি সম্মানিত আলোচকদের বিভিন্ন সুপারিশ ও মতামতের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন , বাংলাদেশে অল্প সময়ে যে পরিবর্তন এসেছে তাতে সকলের অবদান রয়েছে। আজ আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং এই যে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভবনা তৈরি হয়েছে সটিকে কাজে লাগিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পৌছানোর জন্য আধুনিক উন্নত বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হবে। তিনি বর্তমানে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের উপর আলোকপাত করেন। বিশেষত স্কুলে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ, ১লা জানুয়ারি বই বিতরণ,মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম, বাধ্যতামূক আইসিটি শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, শিক্ষাবৃত্তি, সাধারণ বৃত্তি, উপবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ে ধারাবাহিক অগ্রসরতার চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন বর্তমানে ২ কোটি ৬৬ লক্ষ শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেয়া হয় যা জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের দুই-তৃতীয়াংশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, স্টুডেন্টস কেবিনেট হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্ব বিকাশ,গণতন্ত্র চর্চা, অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে কর্মজীবনে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার একটি সোপান।শিখন-শিখানো কার্যক্রমে শ্রেণি কক্ষে শিক্ষকমন্ডলীকে সহায়তা করা,ঝরেপড়া রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে সরকারের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়াই স্টুডেন্টস কবিনেটের অন্যতম দায়িত্ব। ২০১০ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্টুডেন্টস কাউন্সিল প্রবর্তন করা হয়। যার সফলতায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও ২০১৫ সাল থেকে স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন চালু করা হয়। এ ধারাবাহিকতায় ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ ছেলেমেয়েরা যখন কলেজে যাবে তখন কলেজেও স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন চালু করা যাবে।

তিনি বলেন, বর্তমানে ১৪% শিক্ষার্থী কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। ২০২০ সালের মধ্যে এটি ২০% উন্নীত হবে। বিশাল জনগোষ্ঠিকে কর্মদক্ষতা নিয়ে বেড়ে উঠতে হবে। ভবিষ্যতে যোগ্য নেতৃত্ব দেয়ার জন্য পরিপূর্ণ মানুষ হতে হবে সেজন্য পুথিগত শিক্ষার সাথে সহশিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্ববহন করে।এই ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চর্চার বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই স্টুডেন্টস কেবিনেট সৃষ্টি, যাতে শিশুকাল থেকে শিশুরা গণতান্ত্রিক চর্চার মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠে। স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় অত্যন্ত আনন্দ উদ্দীপনার মদ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় বলে তিনি জানান। এই নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়, হারজিত উপেক্ষা করে সবাই মিলে একসাথে কাজ করে এটাই গণতন্ত্র। তিনি শিক্ষার্থীদের সান্নিধ্য অত্যন্ত উপভোগ করেন উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষার্থীরা এই গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে যে আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের পরিবেশকে উন্নত করছে তা অত্যন্ত আশার বিষয়। তিনি স্টুডেন্টস কেবিনেট এর ফোকাল পয়েন্ট ব্যানবেইসের মহাপরিচালক ও তার টীমকে অভিনন্দন ও এ ধন্যবাদ জানান। তিনি সফল নেতৃত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, নির্বাচিত প্রতিনিধির বিনত বিনয়ের সাথে দায়িত্ব পালন করা, কারণ জনগণের ক্ষমতা তার উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে। তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশ্য বলেন, আপনাদের রেষারেষি প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসবেন না। বরং শিশুদের সহনশীল হতে শেখান, যেন তারা একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় ভালো মানুষ হয়। পরিশেষে সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে, শিক্ষার্থীদের চারপাশের মূল জগতকে জানার পাশাপাশি লেখাপড়াকে গুরুত্ব দিয়ে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার আহবান জানিয়ে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য শেষ করেন।

। কর্মশালার সভাপতি ও ব্যানবেইস এর মহাপরিচালক জনাব মো: ফসিউল্লাহ্ সম্মানিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও অন্যান্য সম্মানিত সুধীজন, শিক্ষার্থী, স্টুডেন্টস কেবিনেট মন্ত্রীসহ সবার প্রতি শিক্ষা পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, শিশুরা পৃথিবীকে তাদের মত সহজ ও সরল করে দেখে বলেই স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচনকালীন কোন শৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়না। ২৩ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছর স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীরা উৎসবমুখর

বেশে এ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে।শিক্ষকমন্ডলী তাদেরকে সহায়তা করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ তিনজন নির্ব
মিশনার,প্রিজাইডিং অফিসার,পোলিং এজেন্ট ও আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব নিজেরাই পালন করে। সুতরাং স্টুডেন্টস কেবিনেট
নির্বাচনের ইতিবাচক প্রভাব মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
তিনি আরোও উল্লেখ করেন, বর্তমানে অনলাইন প্রক্রিয়ায় নির্বাচনের দিনই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ফলাফল কেন্দ্রে পাঠানো হয়। তিনি
বলেন সাফল্যের ধারাবাহিকতা বিবেচনা করে কারিগরি বিদ্যালয় এবং স্কুল এন্ড কলেজে স্টুডেন্টস কেবিনেট চালু করার বিষয়ে
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে ।

১০। সুপারিশ: কর্মশালায় সকলের আলোচনা, মতামত ও পরামর্শ অনুসারে চলমান স্টুডেন্টস কেবিনেট কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ
করা হয়। আগামীতে কারিগরি বিদ্যালয়, স্কুল এন্ড কলেজ (যে প্রতিষ্ঠানে শুধু দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত আছে) এবং আলিম মাদ্রাসা (যে
মাদ্রাসায় শুধু আলিম পর্যন্ত আছে) -এ স্টুডেন্টস কেবিনেট চালুর প্রস্তার করা যেতে পারে।

১১। পরিশেষে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, সম্মানিত সচিব, অতিরিক্ত সচিব, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান প্রধান, শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষার্থীসহ সকলকে
কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

৩১/৭/১৮

(মো: ফসিউল্লাহ্)
মহাপরিচালক,ব্যানবেইস